দৈনিক জনকণ্ঠ

65

তারিখ ... 16 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন ॥ শিক্ষার চালচিত্র

নাসির আহমেদ

সরকারী অনুদান বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ঢাকায় অবস্থান ধর্মঘট এবং আমরণ অনশনের আন্দোলন কর্মসূচী কমবেশি সবাই অবগত। এ নিয়ে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য যেমন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠনেরও এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের যুক্তিসঙ্গত দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছিলেন। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকে আহূত এই অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয় গত ৬ আগস্ট। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নগরীতে সমবেত হয়ে অবস্থান. ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের তিন দিন অবস্থান ধর্মঘটের পরও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের নীরবতার কারণে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছিল গত ৯ আগস্ট। প্রায় দু'শতাধিক শিক্ষক অনশনে অংশ নেন। আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিনে সরকারের নীরবতা ভঙ্গ হয় এবং সরকার এক তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেও দাবি-দাওয়া পূরণের প্রশ্নে সরকার কোনরকম বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক সরকারী অনুদান ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধির বিষয়টিও অমীমাংসিতই রয়ে যায়। এ অবস্থায়ই শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ অগত্যা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী এর মধ্যে দাবি পূরণ না করা হলে ১ নবেম্বর থেকে দেশব্যাপী সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের সাম্প্রতিক অবস্থান ধর্মঘট, অনশন কর্মসূচী, সরকারের ভূমিকা এবং শিক্ষকদের নবেম্বর থেকে ঘোষিত কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব চিত্র কী? এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। শিক্ষকগণ মাসিক ৫০০ টাকা অনুদাননির্ভর হয়ে জীবনযাপন করবেন, আগামী দিনের নাগরিকদের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি দান করবেন, এটা আশা করা যায় না। একইভাবে এমন মানের শিক্ষাও প্রত্যাশিত নয়– যে শিক্ষা অংকুরেই বিনষ্ট করে একজন শিক্ষার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তিমূল।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোন জাতিরই শিক্ষার মূল শিকড় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে উচ্চ শিক্ষার মানও হবে হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার মান ও উচ্চ শিক্ষিতের জ্ঞানগরিমার অবস্থা পর্যালোচনা করলেও এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসলেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। এর মূলে কাজ করছে প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমান। পাকিস্তান আমলেও গ্রামীণ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার মান ছিল নিম্নতর, স্বাধীন বাংলাদেশেও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়নি। আর বলাবাহুল্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগের অবস্থানই গ্রামে। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক তাদের মাসিক সরকারী অনুদান বৃদ্ধিসহ চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নগরীতে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট করলেন, তারাও প্রায় সবাই গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই শিক্ষক। মাত্র ৫০০ টাকা সরকারী অনুদান ছাড়া ঐ শিক্ষকদের আর কোন প্রাপ্তিযোগেরও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং মাত্র ৫০০ টাকা বেতন কিংবা ভাতার ওপর নির্ভর করে একজন শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিবিষ্টচিত্তে শিক্ষাদান করবেন, এটা আশাও করা যায় না।

সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। অতীতেও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কোন সরকারেরই চিন্তা-ভাবনা এবং মন্তব্যের কোন ত্রুটি দেখিনি। বর্তমান সরকারও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বহুবিদ কর্মসূচী শুরু করেছেন বহু পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। বর্তমান সরকার মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রশংসনীয় কর্মসূচীও নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটি বরাবরের মতই উচ্চকণ্ঠে তোলা যায়, তা হচ্ছে শিক্ষার মানগত উৎকর্ষ কি আদৌ ঘটেছে– অন্তত গ্রামীণ পর্যায়ে? সরকারের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই, তারা অন্তত এটুকু বুঝি যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামীণ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা আর শহরকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার মানগত পার্থক্য আকাশ-পাতাল। যে কারণে গ্রামের প্রাথমিক বৃত্তি পাওয়া একজন 'মেধাবী' শিক্ষার্থী ও শহরে সমশ্রেণীর সাধারণ একজন শিক্ষার্থীর তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নমানসম্পন্ন।

গ্রামের বেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষকের শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বা ডিপ্লোমা নেই। যে মানের ফলাফলের ভিত্তিতে তারা এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস করে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, সে মানও অনেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগেও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ভর। ফলে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগও অনেক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত হয় না। সুতরাং এ ধরনের নানারকম ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, অসম্পূর্ণতা এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষার পরিবেশের উপযুক্ততাও সুলভ নয় এখানে। এ রকম একটা অবস্থায় উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষা যেমন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, তেমনি ৫০০ টাকার সরকারী অনুদানে একজন শিক্ষকের পেটও চলার কথা নয়। সব মিলিয়ে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানকার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সব কিছুই সমস্যাক্রান্ত।

এ প্রসঙ্গে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করতে হয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের তুলনায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অধিকতর সুযোগ-সুবিদাভোগী হলেও সেখানকার শিক্ষার মানও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। বিশেষত গ্রামীণ প্রাথমিক (সরকারী) বিদ্যালয়সমূহের লেখাপড়ার মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তাহলে সুযোগ-সুবিধাভোগী আর সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত প্রাইমারি স্কুলগুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য বড় একটা আছে এমন দাবি অবান্তর। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই চলছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষার মান যে কতটা নিচে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শহরের সঙ্গে গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায়। পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ একজন গ্রামীণ শিক্ষার্থী আর দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ যে কোন শহরে শিক্ষার্থীর মেধামান যাচাই করলেও তা দিবালোকের মতই পরিষ্কার হয়ে যায়। এর সঙ্গে মানগত অসঙ্গতির পাল্লা আরও এক দফা ভারী হয় যদি কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষামানের তুলনা করা যায়। এরকম অসমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষাই এখন দেশ জুড়ে চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক বছর মেয়াদী সি-ইন এড ট্রেনিং-এ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করানোর ব্যবস্থার কথা সরকারী এক প্রেসনোটে সম্প্রতি বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় আনার প্রকল্প নিয়ে সরকার প্রতিটি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত তিনিটি পাকা কক্ষ (যাতে কম করে প্রতিকক্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী বসতে পারে) নির্মাণ কাজ ও স্কুলসমূহের সংস্কার কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'সবার জন্য শিক্ষা' এই মহতী স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে এ সব কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিশ্চয়তাও থাকা চাই। গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে শিক্ষাদান পর্যন্ত সর্বত্র এক ধরনের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা স্পষ্ট। এমনকি এসব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য থানা ও জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই দুর্নীতির আখড়া। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, কিভাবে এসব অফিসের ফাইল ও কর্মকাণ্ড চালিত হয়। থানা পর্যায় থেকে যদি কঠোর হাতে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করা না যায়, তাহলে কোন কর্মসূচীই সাফল্যের মুখ দেখবে না। এখনও দেখছে না। শিক্ষা উপকরণসহ বহু সরকারী বরাদ্দ মাঝপথেই লোপাট হয়ে যায়। বহু নিয়মকানুন লঙ্ঘিত হয় দুর্নীতিবাজ চক্রের দীর্ঘ নেটওয়ার্কের আওতায়। শিক্ষক নিয়োগ, বদলি, অনুদান হস্তান্তর, গ্রান্ট মঞ্জুরিসহ সবক্ষেত্রেই দুর্নীতির দানব পর্যায়ক্রমে জেঁকে বসে আছে। এ ভয়াল অবস্থার নিরসন ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ন্যূনতমমানের উৎকর্ষ অর্জন করতে পারবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষক শিশুমনস্তত্ত্ব ও আচরণবিধি জানেন বলে মনে হয় না। শিক্ষা যে শিশুদের কাছে আনন্দের বাহন হতে পারে তাও এরা জানেন কি না জানি না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষক শিশুদের জন্য আতঙ্ক। আমরা মনে করি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত

(১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের

(৪-এর পৃষ্ঠার পর)

বাড়বে ততই দেশের জন্য মঙ্গল। সুতরাং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের রেজিস্ট্রিকরণে কোন রকম বাধা এবং যে সব অফিস রেজিস্ট্রেশন দানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের দুর্নীতি উচ্ছেদ করা উচিত। সহজতর করা উচিত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। কেবল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তা সরকারী হোক আর বেসরকারী হোক-উপযুক্ত যোগ্যতা যথাযথ নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসনকে কিছু দায়িত্ব দেয়া উচিত। বেসরকারী স্কুলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষিত, যোগ্যতর, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সরকারী অনুদান একটা যুক্তিসঙ্গত অঙ্কে উত্তীর্ণ করা উচিত। এ জন্য অবশ্যই রেজিস্ট্রিকরণ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতম শিক্ষক এবং একটা ন্যূনতম উন্নতমানকে শর্ত হিসাবে বেঁধে দিলে ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল গজিয়ে ওঠারও আশঙ্কা থাকবে না।

আশা করবো, সরকার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণসহ যৌক্তিক অনুদান মঞ্জুরির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। একই সঙ্গে থানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কোন রকম ঔদাসীন্য যাতে প্রশ্রয় না পায়, তাও নিশ্চিত করবে। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান যে হতাশাব্যঞ্জক মান তা কিছুতেই একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলার জন্য সহায়ক নয়।